নিমাই ঘোষ

প্রথমা স্ত্রী রুমা

দ্বিতীয়া স্ত্রী মধুবালা

'আমি সেক্স-অ্যাপিল দিয়ে নারীকে জয় ক

কিশোরকুমারের জীবনে নারী—এমন একটি বিষয় নিয়ে লিখতে কার না ভাল লাগে। কিন্তু বিষয়টির চারপাশে যে লক্ষ্মণের গণ্ডি! ভিতরে ঢুকবার উপায় কোথায়? কিশোরের সঙ্গে যেসব সাক্ষাৎকার নানা কাগজে ছাপা হয়েছে সেগুলি অধিকাংশই ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের। প্রতিটি সাক্ষাৎকারই সাংবাদিকদের দিকভ্রষ্ট অসহায়তার প্রমাণ। তাঁর জীবনে গাড়ি এবং নারী নিয়ে কিশোর কোনও দিনই মুখ খোলেননি। প্রথমটি, ইনকাম ট্যাক্সের ভয়ে। দ্বিতীয়টি সামাজিক লাজুকতার বাধায়।

কিন্তু, মৃত্যুর পর সম্ভবত এসব ভয় কিশোর-সম্প্রদায় মানুষেরও থাকে না। না, ভুল বললাম। আমার এক সহকর্মী আমাকে করেক্ট করে দিয়ে বললেন, গাড়ির ব্যাপারে মৃত মানুষও মুখ খুলতে চাইবেন না। ওয়েলথ ট্যাক্স, ডেথ ডিউটি, আরও যেন কত কী সব আছে।। তবে, জীবনে নারীর হিসেব দিতে মৃত ব্যক্তির পরোয়া থাকা উচিত নয়। জীবৎকালে, পুরনো গাড়ির চেয়ে অনেক বেশি ট্রাবল দেয় নতুন নারীরা। কিন্তু

মৃত্যু
সংক্র
উদ্ঘ
কমে
কিশে
নারী
লজ্জ
ঠিকই
আম
তাঁর
প্ল্যান
অন্তর
ব্যাপ
বেহা
জরা
একট
আম
অলে
আমি
মিডি
ভর ব
দিতে

শীতল দাশ

তৃতীয়া যোগিতাবালি

চতুর্থ লীনা চন্দ্রবারকর

করিনি’ কিশোরকুমার

■

কিশোরকুমারের জীবনে সুন্দরী নারীদের আনাগোনার শেষ ছিল না। মেয়েরা এমন কী দেখেছিল এই শিল্পীর মধ্যে? কোন গুণে তিনি মেয়েদের মন জয় করতে পারতেন? এক কল্পিত সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে তার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা এই আলোচনায়।

■

মৃত্যুর পর পুরুষের জীবনে নারী সংক্রান্ত গোপন লকারটি উদ্ঘাটিত হলে ইমেজ বাড়ে বই কমে না। সুতরাং মৃত্যুর পর কিশোর হয়তো তাঁর জীবনে নারীর বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে লজ্জা পাবেন না এই আশায়.....
ঠিকই ধরেছেন, কিশোরকুমারকে আমরা চোদ্দই অক্টোবর, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর একদিন পরেই, প্ল্যানচেট-এ ডেকেছিলাম একটি অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারের জন্য।
ব্যাপারটা ঠিক এইভাবে ঘটে। বেহালার দিকে একটি পুরনো, জরাজীর্ণ বাড়ির চিলেকোঠা। একটা গোল টেবিলের চারপাশে আমরা তিনজন বসে আছি। অলোকা রায়, গৌরব ঘোষ, আর আমি। গৌরব হচ্ছে আমাদের মিডিয়াম। অর্থাৎ, গৌরবের ঘাড়ে ভর করে কিশোরকুমার ইন্টারভিউ দিতে আসবেন। অলোকা প্রশ্ন করবে, কেননা মেয়ে ইন্টারভিউয়ারদের কিশোর নাকি একটু বেশি পাত্তা দিতেন তাঁর স্বভাবসুলভ শিভালরির উস্কানিতে। আর আমার কাজ প্রেতলোক থেকে প্রেরিত কিশোর স্বীকারোক্তিগুলিকে ঝটপট লিখে ফেলা।
চোদ্দই অক্টোবর সন্ধে সাতটা নাগাদ শুরু হল আমাদের প্ল্যানচেট সেশন। আধ ঘণ্টা ধরে আমরা তিনজন শুধু কিশোরকুমারকে চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম। ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ মনে হচ্ছিল না। কিশোর থেকে মহম্মদ রফি, রফি থেকে ভিভ রিচার্ডসের সেঞ্চুরি, সেঞ্চুরি থেকে বাড়িতে সদ্য ঘড়ি চুরির কথা, কিছুতেই কনসেনট্রেট করতে পারছিলাম না। যাই হোক, আমাদের একাগ্রতায় ভেজাল সত্ত্বেও পৌনে আটটা নাগাদ মোমবাতির শিখাটা কাঁপতে শুরু করল। এর দু-এক মিনিটের মধ্যেই কিশোরকুমার এসে গেলেন।
গৌরবের হাবভাব, ধরনধারণ সব মুহূর্তে পাল্টে গেল। এমন কি কণ্ঠস্বরেও কিশোর উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। শুরু হল কিশোরকুমার আর অলোকা রায়ের প্ল্যানচেট নির্ভর সাক্ষাৎকার।
অলোকা: আপনি কি সত্যিই?
কিশোর: আজ্ঞে হ্যাঁ মেমসাহেব, গৌরবের রব এখন আমারই। ওর থ্রু দিয়েই আমি আমার জীবনের গোপন তথ্য হরিরলুটের মতো বিলিয়ে দেব ঠিক করেছি।
অলোকা: আপনি কি আন্দাজ করতে পারছেন আপনাকে ঠিক কী ধরনের ইন্টারভিউয়ের জন্যে ডাকা হয়েছে?
কিশোর: তা পারছি বৈকি। ওই একটা ব্যাপার নিয়ে তো সারা জীবন আপনারা আমায় জ্বালিয়েছেন।
অলোকা: কিছু মনে করবেন না কিশোরজি—
মরেও তো আপনার নিস্তার নেই। মেয়েদের ভালবাসা বড় রেয়ার জিনিস। অনেক.

সাধ্যসাধনা করলে ছিটেফোঁটা জুটতে পারে। অথচ, আপনার ভাগ্যে তো

কিশোর : আপাতভাবে তাই নিশ্চয়। চার চারজন স্ত্রী আমার—সুতরাং প্রেমের খরা, এমন কথা নিন্দুকেও বলতে সাহস করবে না, কিন্তু অলোকাদেবী, আসল ব্যাপারটা বোধহয় অত সহজে ব্যাখ্যা করা যাবে না!

অলোকা : আসল ব্যাপারটাই তো জানতে চাইছি কিশোরজি। কিন্তু বেড়ালের ভাগ্যে কি শিকে ছিঁড়বে ?

কিশোর : হুলো হলে কী হত জানি না, কিন্তু মেনিদের আমি একটু বিশেষ নজরে দেখতাম। সেই সুঅভ্যাস আজও যায়নি ম্যাডাম।

অলোকা : এই মেনিটির মেনি মেনি থ্যাঙ্কস গ্রহণ করুন। আপনি ঠিক কোথায়, কী ভাবে শুরু করবেন তার একটু খেই ধরিয়ে দেব কি ?

কিশোর : দিলে মন্দ হয় না। প্রেতলোকে সদা এসেছি তো। এখনও কালচার শক কাটিয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারিনি। মাথার মধ্যে একটু ভোঁ-ভোঁ করছে।

অলোকা : আমার প্রথম প্রশ্নে আপনার ভোঁ-ভোঁ ব্যাপারটা কিছুটা কাটবে আশা করি।

জানতে চাইছি, কীসের আকর্ষণে আপনার জীবনে মেয়েদের এমন ঝাঁকে ঝাঁকে আবির্ভাব ? ব্যাপারটা আপনি নিজে কোনও দিন অ্যানালাইজ করে দেখেছেন ?

কিশোর : আপনারা সাংবাদিকরা একটু বাড়িয়ে কথা বলেন। আমার জীবনে মেয়েদের আবির্ভাবকে আমি বরং প্রাদুর্ভাবই বলব। আর তাঁরা ঠিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসেননি। এসেছেন বাঁকে বাঁকে। আমার কেরিয়ার-এর প্রতিটি মাইলস্টোনই নারী।

অলোকা : শুনেছি প্রতিটি মাইল স্টোনকেই আপনি শেষ পর্যন্ত স্টোন বানিয়ে ছেড়েছিলেন।

কিশোর : আমি নিশ্ছিদ্র পুরুষ শাসনে বিশ্বাসী। এর ফলে মাইলস্টোনেরা কেউ কেউ প্রস্তরীভূত হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু আমার গান এইসব অহল্যাদের গলিয়েছে, এ কথাও সত্যি।

অলোকা : আপনার জীবনে নারীর প্রাদুর্ভাবের কারণ কী ?

কিশোর : প্রশ্নটা আপাতভাবে যত সহজ, উত্তরটা তত জটিল। সাধারণত যে ধরনের পুরুষের দিকে মেয়েরা বেশি ঝোঁকেন, আমি কিন্তু তেমনটি নই। হি-ম্যান বলতে যা বোঝায়—লম্বা চওড়া চেহারা, গা ভর্তি গুলি, বুকে পিঠে বনমানুষের মতো লোম, আর কণ্ঠে বাঘের গর্জন, এসব আমার ছা-পোষা বাঙালি চেহারায় একদম ছিল না। অর্থাৎ সেক্স অ্যাপিলের ব্যাপারে আমি ছিলাম উত্তর মেরু। সব সময়েই মাইনাস থার্টি। সুতরাং পেঙ্গুইন জাতীয় মহিলারা ছাড়া আমার কাছে কেউ ভিড়বে না, এইটেই তো আশা করা যায়। কিন্তু ব্যাপারটা তা ঠিক হয়নি। আমার কাছে এসেছিল সব সাহারার পাখিরা। আমার মাইনাস থার্টি ওরা সহ্য করতে পারেনি। তবে মধু, মধুবালা ছিল ডিফারেন্ট। ও যেন এ পৃথিবীর মেয়েই ছিল না।

অলোকা : আপনি বলতে চাইছেন সেক্স অ্যাপিলের জন্যে মেয়েরা আপনার কাছে আসেননি। তাহলে কীসের আকর্ষণ তাঁদের টেনেছে ?

কিশোর : বলতে ইচ্ছে করছে আমার গান। গানই তো আমার প্রাণ। কিন্তু একদিকে আমার গান, আমার শিল্পীসত্তা। গান আমার মান বাড়িয়েছে। আমার ব্যাঙ্কব্যালেন্স আমার টান বাড়িয়েছে। এইটেই বোধহয় সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি।

অলোকা : শুনেছি আপনি নাকি হাড়কিপ্টে ছিলেন। আপনার চার স্ত্রী তা হাড়েহাড়ে বুঝেছেন!

গানই তো আমার প্রাণ। কিন্তু একদিকে আমার গান, আমার শিল্পীসত্তা। গান আমার মান বাড়িয়েছে।

কিশোর ও লীনা

১৯৫৫ সালে ১৫ জানুয়ারি, কলকাতার

কিশোর

কিশোর : আমাকে হাড়কিপ্টে বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। কোনও হাড়কিপ্টে মানুষ চার-চারবার বিয়ে করে ? আসলে আমাদের দাদামণি অশোককুমারের মতো আমিও সঞ্চয়ী।

অলোকা : আপনি এতবার বিয়ে করতে গেলেন কেন ?

কিশোর : আজ আর সত্যিকথা বলতে বাধা নেই। যখন বেঁচে ছিলাম তখন একবার এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, প্রেমিকাকে শুধুমাত্র প্রেমিকা করে রেখে দিলে তাঁদের নারীত্বকে অপমান করা হয়। তাই আমার চার প্রেমিকাকেই স্ত্রীর সম্মান দিয়েছি। কিন্তু সত্যি কথাটা হল, নিরাপত্তাবোধের অভাব, নিজের প্রতি আস্থাহীনতাই আমাকে চারবার বিয়ে করতে বাধ্য করে।

অলোকা : একটু বুঝিয়ে বলবেন ?

কিশোর : রুমা, মধুবালা, যোগিতা বালি, লীনা চন্দ্রবারকর—আমার এই চার প্রেমিকা, চার বৌ। এদের বিয়ে করেছি ভয় থেকে। বিয়ে না করলে যদি এদের ধরে রাখতে না পারি, এই ভয় থেকে। মেয়েদের জয় করেও নির্ভয় হতে পারিনি কোনও দিনই। মনে হয়েছে, রূপ নেই, জাঁদরেল পৌরুষ নেই, সুতরাং এমন রূপেগুণে অতুলনীয়াদের ধরে রাখব কী করে ? এই ভয় থেকেই বার বার বিয়ে।

অলোকা : বার বার বিয়ে করেও কি ?

কিশোর : ঠিকই, আমার প্রতিভা, আমার টাকা পয়সা, কিছুই ওদের ধরে রাখতে পারেনি। রুমা আর যোগিতার সঙ্গে আমার বিয়ে ভেঙে গেছে। আর মধুবালাকে তো ভাগ্য ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আরও কিছুদিন বাঁচলে লীনাও আমাকে ছেড়ে যেত কি না জানি না।

অলোকা : আপনার এই দাম্পত্য ব্যর্থতার কারণ কী ?

কিশোর : আই ওয়াজ এ ডিফিকাল্ট পার্সন টু লিভ উইথ।

অলোকা : আপনার এই ব্যাপারে কোনও দুঃখ বোধ নেই ?

কিশোর : মেয়েদের ব্যাপারে আমার দুঃখ নেই, অভিমান আছে। আমার দুঃখ শুধু ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে।

অলোকা : মানসিক দিক থেকে আপনি কি খুব সুস্থ মানুষ ? আপনার মনে হয় না আপনার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার জন্যে আপনার পাগল-পাগলভাব অনেকটাই দায়ি ?

কিশোর : আমার পাগলামি ছিল আমার ব্যর্থতার মুখোস। মেয়েদের ব্যাপারে আমার ভীষণ অভিমান। ওরা আমাকে বোঝেনি। সেই অভিমান আমি ঢেকে রাখতাম আমার পাগলামি দিয়ে। এই যেমন ধরুন, আমার বসার ঘরে চেয়ারগুলো উল্টে রাখতাম। ড্রয়িংরুমে রেখে দিতাম মড়ার খুলি। মাথা নিচু, পা ওপরে করে ইন্টারভিউ দিতাম। হঠাৎ উয়া হুবলে লাফ দিয়ে উঠতাম। আহা, বড় ভাল ছিল এই জীবন, বড় মজার, আহ্লাদের ছিল আমার ম্যাডনেস।

অলোকা : আপনি সত্যি বলছেন আপনার ম্যাডনেস আপনার পাগলামির মুখোস ?

কিশোর : বললাম নাকি সে-কথা ? তাহলে মিথ্যে বলেছি। আসলে মৃত্যুর পরেও ওই অভ্যেসটা ছাড়তে পারছি না। আমার পাগলামি পুরোপুরি বাণিজ্যিক। এই পাগলামির জন্যেই তো আমার ইমেজ। বলতে পারেন গানের সঙ্গে পাগলামি পাঞ্চ করে আমি নিজের সেলেবিলিটি বাড়িয়েছি। মেয়েরাও আমার একসিনট্রিসিটির ফাঁদে পড়েছে।

অলোকা : যোগিতা বালির সঙ্গে আপনার গণ্ডগোলটা হল কেন ?

কিশোর : আমার নিজের নাম মাহাত্মে বিশ্বাস করে আমি কিশোরী যোগিতাকে বিয়ে করেছিলাম। ওর সঙ্গে থাকতে গিয়ে বুঝলাম, আমার নাম কিশোর হলেও আসলে কিশোরীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার সম্ভব নয়। বয়সের পার্থক্যই বোধহয় বড় হয়ে দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত।

অলোকা : আর লীনা চন্দ্রবারকর ?

কিশোর : বড় ভাল মেয়ে। আসলে আমি যে খুব লাজুক, নার্ভাস প্রকৃতির লোক, ও সেটা বুঝেছিল। আর আমার কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে, কতটা আসল আমি, কতটা নকল আমি, সেটাও ও বুঝতো। কিন্তু কোনওদিন আমাকে বুঝতে দেয়নি যে ও আমাকে পুরোপুরি পড়ে ফেলেছিল।

অলোকা : আচ্ছা, সুলক্ষণা পণ্ডিতের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ....।

কিশোর : ওই একটা ব্যাপারে আমি প্রেতলোক থেকেও মুখ খুলবো না।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিড়িয়াখানায় রুমা, কিশোর ও অমিত